01

তারিখ ... 17 JUL 1996
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৪ ...

দৈনিক সংবাদ

হাতে পায়ে শেকল বেঁধে যেখানে দেয়া হয় ধর্মীয় শিক্ষা

❑ একটি মাদ্রাসা আর এক কিশোরের মর্মান্তিক কাহিনী

দিনাজপুর, ১৮ই জুলাই (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– দিনাজপুর শহরে অবস্থিত একটি মাদ্রাসায় শিশু–কিশোরদের ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হচ্ছে মধ্যযুগীয় কায়দায়! এই আধুনিক বিশ্বে ব্যাপারটি মানবাধিকারের চরম লংঘন হলেও মাদ্রাসার কর্মকর্তা, মাদ্রাসার হাফেজের কাছে এটাই রেওয়াজ। দিনাজপুর শহরের ১ নম্বর পাটুয়াপাড়া জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে অবস্থিত 'আহসানিয়া এবতেদিয়া মাদ্রাসা'। হাফিজুর নামের ১১ বছরের এক কিশোর ছাত্রকে গত ৩ মাস ধরে হাতে–পায়ে লোহার বেড়ি পরিয়ে ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। হাফিজুরের গ্রামের বাড়ি ফুলবাড়ী থানার কাটাবাড়িতে। তার পিতার নাম জহুরুল হক।

অভিযোগের সূত্র ধরে গত ১০ই জুলাই উপস্থিত হলাম ওই আলোচিত মাদ্রাসাটিতে। সাথে ছিলেন দিনাজপুর শহরের বালুবাড়ি মহল্লার বাসিন্দা হাফিজুরের ফুপা দুলু। আমরা মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে উপস্থিত হতেই একটি ছোট্ট ঘর থেকে দু'জন মধ্য বয়সী ব্যক্তি বের হয়ে আসেন। আমাদের আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। আমার সাথের লোকটি তাদেরকে পরিচয় দেন আমি হাফিজুরের ফুপা, তার সাথে দেখা করবো। একথা শুনে তারা যেন চমকে ওঠেন। কথাবার্তা চলতে চলতেই এগিয়ে গেলাম একটি দরজা খোলা কক্ষের দিকে। মধ্যবয়সী মাদ্রাসার ওই ব্যক্তিও আমাদের পেছনে পেছনে কক্ষে প্রবেশ করে। হাফিজুরের ফুপা বলে ওই যে হাফিজুর। হাফিজুরের কাছে যেতেই দেখি তার চোখ ছলছল করছে। হাত–পায়ে লোহার বেড়ি দেয়া। দু' পায়ের মাঝে প্রায় ৬ ইঞ্চির মত ব্যবধান। ঘাড় মুড়িয়ে লোহার মোটা শিকল দিয়ে বাঁধা রয়েছে তার দু'হাত। এছাড়াও শিকল দিয়ে তার শরীরকে জানালার রডের শিকের সঙ্গে টানা বাঁধন দিয়ে রাখা হয়েছে। যেন যে কোন অবস্থাতে পালাতে না পারে। হাফিজুরের কাছে যেতেই সে কেঁদে ফেললো। 'আমাকে নিয়ে যান। আমাকে এরা মেরে ফেলবে।। আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।'

মাদ্রাসার মধ্যবয়সী লোক দু'জনের কাছে জানতে চাইলাম তাকে এভাবে বেঁধে রেখেছেন কেন? উত্তরে তারা বললেন ঃ আমারা এব্যাপারে কিছু বলতে পারবো না। হাফেজ সাহেবের নির্দেশে তাকে এভাবে বেঁধে রাখা হয়েছে। হাফেজ সাহেব কোথায় জানতে চাওয়া হলে তারা জানায়, কোথায় গেছেন বলে যাননি।

হাফিজুর জানায় ঃ এভাবেই তাকে গত ৩ মাস ধরে বন্দি করে রাখা হয়েছে। নামাজ আদায়, খাওয়া–দাওয়া, মলমূত্র ত্যাগ ও গোসল করার সময়টুকুতে শুধু জানালার সাথে বেঁধে রাখা শিকলটি খুলে দেয়া হয়। আশপাশের শিশু–কিশোরদের খেলাধুলা, দৌড়ঝাঁপের কোলাহল তার কানে আসে। ছটফট করে শিকল ছেড়ে তাদের সঙ্গী হতে। কিন্তু সে পারে না। সে হতে পারে না তাদের খেলার সাথী। শুধু চোখের পানি ফেলে। হাতে –পায়ে শিকল ও লোহার বেড়ি দিয়ে ১১ বছরের কিশোর হাফিজুরকে যেভাবে বেঁধে রাখা হয়েছে, তা দেখলে যে কোন বিবেকবান মানুষের শরীর শিউরে উঠবে। মনে হবে কোন দাগি হিংস্র অপরাধীকে বেঁধে রাখা হয়েছে।

ওই দিন সন্ধ্যায় সন্ধান পাওয়া গেল মাদ্রাসার হাফেজ আবদুল কাইয়ুমের। তার বাড়ি চিরিরবন্দর থানার আমবাড়ীতে। তাকে প্রশ্ন করা হয়– হাফিজুরকে এভাবে কতদিন ধরে বেঁধে রেখেছেন? দু'মাসের মত হবে।

দিনাজপুর ঃ পায়ে লোহার শেকল বাঁধা কিশোর হাফিজুল (বাঁয়ে) আর ডানে মাদ্রাসার হাফেজ আবদুল কাইয়ুম —সংবাদ

অমানবিকভাবে তাকে বেঁধে রেখেছেন কেন? অবাধ্য ছেলেদের এভাবেই ধর্মীয় শিক্ষা দিতে হয়। অতীত যুগেও এভাবে ধর্ম শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতি ছিল। এতে অমানবিক বা অন্যায়ের কি দেখলেন।

এ সময় হাফেজ উচ্চস্বরে চিৎকার দিয়ে বলে উঠেন, আমি জানতে চাই মাদ্রাসায় কারা গিয়েছিল এবং কারা হাফিজুরের ছবি তুলেছে? তাদের আমি দেখতে চাই। তাদেরকে উচিত শিক্ষা দেব।

তাকে জানালাম আমিই হাফিজুরের ছবি তুলেছি।

হাফেজ হুমকি দিয়ে বলেন ছবি ফেরত দিন নইলে পরে টের পাবেন।

এ খবর পেয়ে হাফিজুরের চাচা হামিদুর দিনাজপুর শহরে আসেন। হামিদুর ফুলবাড়ী থানা ওয়ার্কার্স পার্টির একজন নেতা। তিনি জানান, আমরা হাফিজুরকে ধর্মীয় শিক্ষা দেয়ার জন্য মাদ্রাসায় দিয়েছি। কিন্তু ওকে যে দীর্ঘ ৩ মাস ধরে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখে তার উপর অমানবিক নির্যাতন চালানো হচ্ছে তা আমরা জানতে পারিনি। হাফেজ সাহেব মাঝেমধ্যে ফুলবাড়ীতে গিয়ে হাফিজুরের কুশলাদির খবর জানিয়ে আসেন এবং খরচের প্রয়োজনীয় টাকা–পয়সা নিয়ে আসেন। মাস দেড়েক আগে ৬শ' টাকা নিয়ে এসেছেন একথা বলে যে, হাফিজুরের উপর জ্বীনের আছর নেমেছে তার চিকিৎসা করতে হবে।

আহসানিয়া এবতেদিয়া মাদ্রাসা কমিটির সভাপতি ও দিনাজপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান মোঃ মহসীন আলীর সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলে জানা গেছে, তিনি বিষয়টি সম্পর্কে জানেন না। হাফেজ সাহেবও তাকে কিছু বলেননি। তবে ঘটনাটি অমানবিক বলে মন্তব্য করে বলেন, বিষয়টি তিনি দেখবেন।

এদেশে অহর্নিশি মানবাধিকার লংঘনের এ ধরনের ঘটনা ঘটছে অনেক। কে তাদের খোঁজ রাখে।